( সত্য ও শিক্ষার জন্য লিখিত। )

# সৎমার চরিত্র

রচয়িতা—মোঃ নুর আলি মোল্লা

প্রকাশক মোঃ মমিন মোল্লা

সং—আঁচনা, পোঃ—বিদ্যাধরপুর,

থানা—মন্দির বাজার জেলা ২৪ পরগণা

রেজিঃ— ১৯৯ মূল্য—১০ পঃ

প্রথমে বন্দনা করি গো ওই না আল্লার চরণে গো
উত্তরে বন্দনা করি গো, ওই না পর্ব্বত হিমালয়।
আর সেই পর্ব্বতে ধাপে কাঁপছে সারাটি জাহান
দক্ষিনে বন্দনা করি ওই না বন বিবি পায়ে গো
পূর্ব্ব হইতে বন্দনা করি গো ওই না ভানুর ও চরণে
আর সেই খান হইতে যাবে চলে যতই সাধু মাহাজন
পশ্চিম হইতে বন্দনা করি গো, ওহ না মক্কা ও মদিনা
আর সেই খানতে নামাজ পড়বে যতই মুসলমান,
এবার আমি বন্দনা করি গো ওই না মাতা পিতার চরণ
তার পরে বন্দনা করি গো, ওই না দেশ দশের চরণে
তার পরে বন্দনা করি গো, ওই না ছোট বড়োর চরণে
তার পরে বন্দনা করি গো ওই না সভার চার কোণে
তার পর বন্দনা করি গো, ওই না শিক্ষ্যাগুরুর চরণে
শুনো শুনো শুনো গো, বাপজান
বাপজান বলি যে তুমার আর।
স্বপনে দেখিলাম বাপজান মাজান যাবে,
মরে গো, মাজান যাবে মরে।

শ্রবণ—কি স্বপনো দেখলাম গো বাপজান,
বাপজ'ন বলি যে তুমার আয়
আমাদের ছাড়িয়া নাকি মাজান যাবে মরে,
গো মাজান যাবে মরে।
শ্রবণ—স্বপনে দেখিলাম গো, বাপজান
আ'জ নিশিরাতে আর আম'দের, ছাড়িয়া বুঝি মাজান
যাবে মরে গো মাজান যাবে মরে।
শ্রবণ—পায়রা যদি না দাও গো মাজান
মাজান পড়বো বিষম দায় আর পায়রার জন্যে কেঁদে
মরে প্রাণের সোলেমান, প্রাণের সোলেমান গো,
মতিয়া—পায়রা আমি দিতে গো পারি।
কুমার বসো আমার পাশে আর আমার ও দুঃখর
কথা বলবো তোমার কাছে গো আমি তাহা
শ্রবণ—বা বলিবেন গো মাজান মাজান আমি তাহা
জানি আর আমি যে আপনারা ছেলে ধরি
পা দুখানা ধরি পা গো দুখানি।
শ্রবণ-তুমি আমার মাজান হও গো ও মাজান বলি যে

তোমার আর আমার পিতা তোমাকে যে সাদি করেছে
গো সাদি করিয়াছে

অতিয় —বিয়ে আমরে হয়নি গো কুমার কুমার বিয়ে
আমার হয়নি আর ঘটুক ও লাগিয়া গো কুমার
করিলাম, ও বিয়ে গো করিলাম বিয়ে।

শ্রবণ—যদি শোনে আমার পিতা মাজান এই সকলে
কথা আর আমাদেরে থাকতে হবে অন্ধকারাগারে গো
অন্ধ কারাগারে

অতিয়া—কি বলবো কিলবো গো স্বামী স্বামী কি
বলবো তুমার আর তোমার পুত্র শ্রবন আলি আমার
আপমান করেছে গো আপমান করেছে।
তোমার পুত্র শ্রবণ আলি আঁচল ধরে টানে গো
আঁচল ধরে টানে

শ্রোবণ—কোথায় আছো বঞ্ঝাঝাঙ্কার ভাইরে, এস ত্বরা
করে আর তোমার প্রাণের, শ্রোবণ সোলেমান যাচ্ছে
কারাগারে গো, যাচ্ছে কারাগারে

শ্রোবণ-কোথায় আছো মাজান গো আমার মাজান গো

তরা করে আর তোমার প্রাণের শ্রোবণ সোলেমান
যাচ্ছে কারগারে গো যাচ্ছে কারাগারে,,
মতিরা—কারাগারে, গো যাচ্ছে কারাগারে,,
মতিয়া- চিনবে না চিনবে বালক বালক চিনবে
দুদিন পরে আকাশে বাতসে থাকি ওই না ডাকি
গাছের ডালে, গো থাকি গাছের ডালে গো,
শ্রোবণ মেরোনা মেরোনা গো, ঘাতক বলি যে তুমার
আর কি দোষ ও করিলাম গো ঘাতক আপনার কাছে।
ছেড়ে দে রে নিষ্ঠুর ঘাতক বলি যে তুমার।
আর হাজার টাকা দিব প্রাণ বাঁচাও মোরে।
শ্রোবণ পার করো পার করো মাঝি যে, তুমার
আর অনেক দুঃখে পাপে গো মাঝি এলাম নদীর
ঘাটে। তোমরা যদি পার না করো ও মাছি কি হবে,
উপায়। আর হাতে ধরি পায়ে ধরি মাঝি পার করো আমার
যাঝি আমি কেমনে পারি দেবোরে ঢেউ উঠেছে সাগরে
বারাই ছিল চতুর নাইয়া তারাই সবে গেলো রে আর
আমি অধম রইলাম বসে তালাভরি লইয়ারে নদী ভাঙ্গা
তরি লইয়া।

সালেহা-ও পারেতে বাজাও গো বাঁশি, এপার বসে শুনি। আর আমি যে অবলা নারী সাঁতার না হ জানি গো সাঁতার নাহি জানি।
শ্রবণ-সাঁতার আমি জানি গো সালেহ, সাঁতার আমি আর নিজ সাঁতারিয়া যাব আমি তোমার বাপের বাড়ীই গো তোমার বাপের বাড়ীই।
সালেহা কি বলবো কি বল:ব গে দাসি দা স কি বলবো তুমারে আর মনের ও বাসনা আছে দাসি যাব ফুল বাগানে গো যাব ফুল বাগানে।
দাসী ফুল বাগানে যেও না সালেহা,-সালেহা ব'ল যে তুমারে আর ফুল বাগানে গো পরে বিপদে হবে তোরে গো বিপদ হবে তোর।
সালেহা—কি বললি কি বলিল রে দাসী দাসী, কি বললি আমারে আর ফুল বাগানে গেলে গো দাসী কি হবে আমারে গো কি হবে আমারে।
শ্রবণ না জানি কোন ছন্দে একই দোলা জাগে,
আজি আমার এতই কেন ভাল লাগে॥

দোল দোল দোলে একি দোল অা.গ
আজ আমার এতই কেন ভাল লাগে।
শ্রবণ-কি দেখিলাম কি হেরিলাম গো ওইনা
ফুলের বাগানে অ র ফুলের বাগান হইলো আলো
কন্য রূপের ও কিরণ সে মি মন আমার গো সুন্দর
কন্যা হেরে তোমার ও বে রূপ দেখিয়া আমি র হলাম
পড়িয়া
সালেহা-কোথা থেকে আইলে গো কুমার ফুলের
ও বাগানে আর কিবা তোমার নামটি গো কুমার বলো
না আমারে গো বলো না আমার।
শ্রবণ – শহরে বাড়ী গো আমার কন্যা শ্রবণ আমি
নান পানির জন্যে এলাম আমি তোমার ফুল
বাগানে গো তোমার ফুল বাগানে।
শোবণ- কোথা থেকে আইলে গো কন্য ফুলের
বাগানে আর কিবা তোমার নামটি গো কন্যা বলো
আমার গো বলো না আমারে।
শালেহা—ল.ল শহরে বাড়ী গো কুমার ও কুমার

যোর না আর বেড়াতে এলাম বাপের ফুল
বাগানে গো বাগেনে।

বাউল সুর

ওকে আজ চলে যেতে বলনা
ও ললিতা ওকে আজ চলে যেতে বলনা
ও ঘাটে জল আনিতে যাব না যাব না,
ও সখি অন্য ঘাটে চলনা
ও ললিতা... ... ...
দিবা লোকে সে আমা নাম ধরে ডাকে
কি দোষের ফন্দি করে সে সাঁঝ সাঁঝে
অসময় সময় কিছু কেন সে বোঝে না,
আমি কি তার হাতের খেলনা।
ও ললিতা ... ... ...
নিশি রাতে বাঁশ তার সিঁদ কাটি হয়ে
চুপি চুপি ঘরে ঢুকে বাজে হয়ে রয়ে।
যখুনি ডাকবে বাঁশি তখুনি যেতে হবে
আমি কি এমন তর ফেলন।
ও ললিতা ... ... ...

...নমস্কার...